গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

অক্টোবর/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০৯.১০.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'-তে দেখানো হলো।**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে গত ২৭.০৮.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত কার্যবিরণীর ৪.১ ক্রমিকের আলোচনা অংশে "পয়েন্টসম্যান" শব্দটির পরিবর্তে 'পয়েন্টসম্যান ও সমমর্যাদার' শব্দটি প্রতিস্থাপন এবং ৪.১.১ ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অংশে "উভয়অঞ্চলের" পরিবর্তে "পূর্বাঞ্চলে" শব্দটি প্রতিস্থাপন করে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীসমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন।

ক্র: নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
৪.১	রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)	সভায় আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগবিধি, ১৯৮৫, সিডিউল ১৬৩ শিথিল করতঃ পয়েন্টসম্যান ও সমমর্যাদার পদের পদোন্নতির বিধি সংশোধনের প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সংশোধিত নিয়োগ বিধির ১০ সেট, যৌক্তিকতা ইত্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য ২০.১০.২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। তাছাড়া বিআর এর একজন অফিসার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত Pursue ও monitoring করবেন।	১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক পয়েন্টসম্যান ও সমমর্যাদার পদের পদোন্নতি বিধি সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ২০.১০.০২০১৭ তারিখের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

		সভায় আরো আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভাগীয় কোটায় শেড খালাসী পদ হতে ২৫% সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড-২ এর পদোন্নতি/নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Pursue করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন নির্দিষ্ট কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বলেন যে, ডিডি, ই-১ কে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।	২। পয়েন্টসম্যান ও সমমর্যাদার পদের পদোন্নতি বিধি সংশোধনের প্রস্তাব এবং লোকোমোটিভ মাস্টার গ্রেড-২ এর পদোন্নতি/নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনঃ নির্ধারণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Pursue করার জন্য ডিডি, ই-১ কে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	
৪.১.১		সভায় outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস) বলেন যে, পূর্বাঞ্চলে outsourcing এর জন্য tender আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগে কেউ tend er এ অংশগ্রহণ না করায় Re-tender আহ্বান করা হবে। ঢাকা বিভাগে tender document drop করা হয়েছে। সভাপতি নভেম্বর/২০১৭ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ঢাকা বিভাগের কৃতকার্য দরদাতার অনুকূলে NOA ইস্যু করার জন্য জিএম (পূর্ব)-কে অনুরোধ জানান।	৩। চট্টগ্রাম বিভাগে Re-tender আহ্বান করতে হবে। ৪। নভেম্বর/২০১৭ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ঢাকা বিভাগের কৃতকার্য দরদাতার অনুকূলে NOA ইস্যু করার জন্য জিএম (পূর্ব) ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	১। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১.২		সভায় বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় অবহিত করা হয় যে, এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে in house সভা হয়েছে। সেতু বিভাগের সাথে আলোচনা করে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি মতামত ব্যক্ত করেন।	৫। বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়ে সেতু বিভাগের সাথে আলোচনা করে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

		সভায় আলোচনা হয় যে, ৩০টি লোকোমোটিভ ক্রয়ের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের আলোকে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন । এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	৬। ৩০টি লোকোমোটিভ ক্রয়ের বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.২	রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা	সভায় আলোচনা হয় যে, অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা রেলভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তালিকা প্রাপ্তির পর রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, রেলভবনের অগ্নি নিরাপত্তার সাথে যারা জড়িত অর্থাৎ যারা end users তাদের নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন জরুরী। প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে একটি সভা আহ্বান করতে হবে । তাছাড়া আঞ্চলিক পর্যায়ে জিএমগণ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতির উপর মহড়া ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন।	১। অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে একটি সভা আহ্বান করতে হবে। ২। আঞ্চলিক পর্যায়ে জিএমগণ একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতির উপর মহড়া ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২।মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২.১		সভায় উভয় অঞ্চলের Stone Throwing Area-র তালিকা উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, উভয় অঞ্চলের Stone Throwing	৩। থানা/উপজেলা ভিত্তিক "Stone Throwing Area"-র তালিকা সংশ্লিষ্ট	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Area-র তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের প্রেরণ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে|</td>
<td>জেলা প্রশাসকদের প্রেরণ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাতে হবে।</td>
<td>২| অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক , রেলওয়ে পুলিশ।</td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৩</td>
<td>জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত</td>
<td>সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল ও শুন্য পদের বিবরণ নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th colspan="5">রেলপথ মন্ত্রণালয়</th></tr>
<tr><th>শ্রেণী</th><th>মোট পদ</th><th>কর্মরত জনবল</th><th>শুণ্য পদ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৪৩</td><td>৩৫</td><td>৮</td><td></td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>৩৩</td><td>৭</td><td>২৬</td><td></td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>৩০</td><td>১৯</td><td>১১</td><td></td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>২৯</td><td>২৬</td><td>৩</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>১৩৫</td><td>৮৭</td><td>৪৮</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="5">বাংলাদেশ রেলওয়ে</th></tr>
<tr><th>শ্রেণী</th><th>মোট পদ</th><th>কর্মরত জনবল</th><th>শুণ্য পদ</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৫৪৮</td><td>৪১১</td><td>১৩৭</td><td></td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৩৫৬</td><td>৭১৪</td><td>৬৪২</td><td></td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২১৮৭৬</td><td>১৩৩২৬</td><td>৮৫৫০</td><td></td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>১৬৪৮৪</td><td>১১০৩৮</td><td>৫৪৪৬</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট-</td><td>৪০২৬৪</td><td>২৫৪৮৯</td><td>১৪৭৭৫</td><td></td></tr>
</table>
সভায় অবহিত করা হয় যে, ২০১৬ সালে পশ্চিমাঞ্চলের নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদানকৃত ৪৬১টি পদের মধ্যে ২৩ ক্যাটাগরীর ৩৫৬টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ০৪ ক্যাটাগরীর পদে নিয়োগ বাকী রয়েছে। অস্থায়ী গেটকিপার পদের নিয়োগ কার্যক্রম শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদের বিপরীতে জনবল সংকট রয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে এ সংকট আরো তীব্র আকার ধারণ করবে। ফলে রেল চালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হবে। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস) বলেন যে, সৈয়দপুর ওয়ার্কশপে জনবলের সংকট রয়েছে। সৈয়দপুর ওয়ার্কশপে মোট জনবলের মাত্র ৪০% কর্মরত। পাহাড়তলী ওয়ার্কশপে রয়েছে মোট জনবলের মাত্র ৪৫%-৫০%। গত জুন মাস বা তার পূর্বে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক Advance</td>
<td>১। উভয় অঞ্চলের নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জিএম(পূর্ব ও পশ্চিম) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২। সামনের ১ বছরে যারা অবসরে যাবেন অথবা যে সকল পদ শূন্য হবে সে অনুযায়ী অগ্রীম ছাড়পত্র সংগ্রহের প্রস্তাব বিআর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Retirement-এ চলে যাওয়ায় এ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

সভায় উপস্থাপন করা হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ৪৮৮২টি শূন্য পদের মধ্যে ৪৭৬৬টি পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে এবং ১১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। এর মধ্যে ১৫৪১টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মামলাজনিত কারণে ১৫৪৫টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

পূর্বাঞ্চলে খালাসীর ৮৬৫টি পদে ২০১৫ সালে নিয়োগের জন্য মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। মামলা জনিত কারণে নিয়োগ প্রদান করা যায়নি। বর্তমানে মামলা জনিত vacate হয়েছে। এ মাসের শেষের দিকে নিয়োগ সম্পন্ন করা যাবে। সভাপতি নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য জিএম (পূর্ব) কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় শূন্য পদে নিয়োগের জন্য অগ্রিম ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, সাধারণত একটি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে এক বছর বা তারও বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। এ কারণে আগামী ১ বছরে যারা অবসরে যাবেন অথবা যে সকল পদ শূন্য হবে সে অনুযায়ী অগ্রীম ছাড়পত্র সংগ্রহের প্রস্তাব বিআর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>৪.৪</td>
<td>রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস।</td>
<td>১। APA-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জুন/১৭ মাসের খাত ভিত্তিক (যাত্রী, মালামাল, পার্শ্বেল ও অন্যান্য) অর্জনের ডাটাভিত্তিক তথ্য নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>মাস</th><th>যাত্রী (হাজারে)</th><th>টাকা (লক্ষ)</th><th>পার্শ্বেল টাকা (লক্ষ)</th><th>মালামাল টাকা (লক্ষ)</th><th>বিবিধ টাকা (লক্ষ)</th><th>মোট টাকা (লক্ষ)</th></tr>
<tr><td>জুন/১৭</td><td>৬৯৪৮</td><td>৭০৯৭</td><td>১৪৬</td><td>২১১৮</td><td>১৬১৫৯</td><td>২৫৫২০</td></tr>
</table>
সভাপতি বলেন যে, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা APA-র একটি বড় টার্গেট। তিনি রাজস্ব আয়ের</td>
<td>১। আগামী মাস হতে রাজস্ব আয়ের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।

২। অর্জিত অর্থ ও ব্যাংকে হওয়া অর্থের মধ্যে মিল</td>
<td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আগামী মাস হতে রাজস্ব আয়ের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করতে হবে।
অর্থবছর সমাপনীতে অর্থবছরের মোট আয় এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার/ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের অংকের মধ্যে ফারাক পরিলক্ষিত হয়। নিয়মিত reconciliation এর মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব মর্মে সবাই একমত হন। বাংলাদেশ রেল থেকে জানানো হয় যে, এক মাসের আয় পরবর্তী মাসে-ই সমন্বয় করা সম্ভব হবে না। এ বিষয় আলোচনা হয়।</td><td>থাকতে হবে। প্রতি মাসে, পূর্ববর্তী মাস/মাসসমূহের reconciliation প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৪.৫</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td><td>আগস্ট/১৭ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অঞ্চলভিত্তিক মোট জমি, অবৈধ দখলে থাকা জমি ও অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক দখলে আনা জমির তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>অঞ্চল</th><th>মোট জমি (একর)</th><th>আগস্ট/১৭ পর্যন্ত অবৈধ দখলে থাকা জমি (একর)</th><th>আগস্ট/১৭ মাসে উদ্ধারকৃত জমি (একর)</th><th>মাস শেষে অবৈধ দখলে থাকা জমি (একর)</th></tr>
<tr><td>পূর্ব</td><td>২৪৪৪০.৯৩</td><td>৭৭৯.১৪</td><td>৪.১০</td><td>৭৭৫.০৪</td></tr>
<tr><td>পশ্চিম</td><td>৩৭৪১৯.৩৫</td><td>৩৩৪৮.২৫৪৯</td><td>২.২৮</td><td>৩৩৪৫.৯৭৪৯</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬১৮৬০.২৮</td><td>৪১২৭.৩৯৪৯</td><td>৬.৩৮</td><td>৪১২১.০১৪৯</td></tr>
</table>

ডিজি, বিআর জানান যে, নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, অবৈধ দখলকৃত জমি উদ্ধারসহ রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যে ন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হ চ্ছে। সভাপতি বলেন যে, উচ্ছেদ অভিযান আরো জোরদার করতে হবে।
অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান যে, অক্টোবর মাসের ৩য় কিংবা ৪র্থ সপ্তাহের রেলভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হবে। সভাপতি উক্ত</td><td>১। নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনাসহ উচ্ছেদ অভিযান জোরদার করতে হবে।

২। "রেল ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত" কর্মশালার আয়োজন করতে হবে এবং</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব ও পশ্চিম)।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>কর্মশালায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।</td><td>মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">৪.৬</td><td rowspan="2">বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি</td><td colspan="3">আগস্ট/২০১৭ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th rowspan="2">ক্রমিক নং</th><th rowspan="2">রেলওয়ে অঞ্চল</th><th colspan="2">জুলাই ২০১৭ মাসের জের</th><th colspan="2">আগস্ট ২০১৭ মাসের নিষ্পত্তি</th><th colspan="2">আগস্ট ২০১৭ মাসের দায়ের</th><th colspan="2">আগস্ট ২০১৭ মাসের সমাপনান্তে</th></tr>
<tr><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th><th>মামলা</th><th>আদায়কৃত টাকার পরিমাণ</th><th></th><th></th><th>মামলা</th><th>দাবীকৃত টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>পূর্ব</td><td>১১২</td><td>৫৮০৮৬৪৮৮/-</td><td>-</td><td>৮৭০৮১/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১১২</td><td>৫৭৯৯৯৪০৭</td></tr>
<tr><td>২</td><td>পশ্চিম</td><td>৪৯</td><td>৪০৫০৭২৭৩/-</td><td>-</td><td>১৫৩০০০/-</td><td>-</td><td>-</td><td>৪৯</td><td>৪০৩৫৪২৭৩/-</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>মোট</td><td>১৬১</td><td>৯৮৫৯৩৭৬১/-</td><td>-</td><td>২৪০০৮১/-</td><td>-</td><td>-</td><td>১৬১</td><td>৯৮৩৫৩৬৮০/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>আগস্ট’ ২০১৭ মাসে কোন মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। প্রতীয়মান হয়, মামলাসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে না।
প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব ও পশ্চিম) জানান যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে করা হয় সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো Feedback পাওয়া যায়নি। সভাপতি পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ জানান।</td><td>১। পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। উপ-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td rowspan="2">৪.৭</td>
<td rowspan="2">বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ।</td>
<td colspan="3">বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাবী এবং পরিশোধিত ভূমি উন্নয়নকরের বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th rowspan="2">ক্র: নং</th><th rowspan="2">অঞ্চল</th><th rowspan="2">আগস্ট ২০১৭ মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দাবী</th><th rowspan="2">ভূমি উন্নয়ন কর খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ (২০১৭-১৮)</th><th colspan="3">ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>জুন পর্যন্ত পরিশোধিত (২০১৬-১৭)</th><th>আগস্ট/১৭ পর্যন্ত পরিশোধিত</th><th>মোট পরিশোধ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>পূর্ব</td><td>০.৮৯</td><td>১৭.০০ কোটি</td><td>১০.০০ কোটি</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>পশ্চিম</td><td>২.১১</td><td>১২.০০ কোটি</td><td>৬.৬৬ কোটি</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>মোট</td><td>৩.০০</td><td>২৯.০০ কোটি</td><td>১৬.৬৬ কোটি</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিজি বিআর জানান যে, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

সভাপতি বলেন যে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস হতে দাবী পাওয়ার সাথে সাথে কর পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যাতে সময়মত পরিশোধ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট একাউন্টে তার প্রতিফলন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।</td>
<td>১। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস হতে দাবী পাওয়ার সাথে সাথে কর পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যাতে সময়মত পরিশোধ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট একাউন্টে তার প্রতিফলন ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।</td>
<td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td>
</tr>
</table>

৪.৮ জুলাই/২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি এবং দাবী ও নিষ্পত্তির বিবরণ উপস্থাপন করা হয়ঃ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থা/অঞ্চল	জুন ২০১৭ পর্যন্ত আপত্তি ও দাবী				জুলাই ২০১৭ মাসে নিস্পত্তি				জুলাই ২০১৭ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন আপত্তি ও দাবী			
		সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট দাবী (হাজার টাকা)	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট টাকা (হাজারে)	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট টাকা (হাজারে)
১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	বি আর	৫৭১	৫৩	১১০	১৩৬৬৮৭৭	-	-	-	-	৫৭১	৫৩	১১০	১৩৬৬৮৭৭
৩	বি আর (পূর্বঅঞ্চল)	৫০৩৬	৫৭১	১৬৮	২৯২৮৩৩৪৬৫	২১	৭	-	১২৩	৫০৩১	৫৬৪	১৬৯	২৯২৮৪০৯৫৩
৪	বিআর (পশ্চিমঅঞ্চল)	৭৫৫৮	৩০০	৩১৯	৪৩৮৮৩৯১৮	১৫	-	-	৩৫৬৫	৭৫৫৯	৩০০	৩১৯	৪৩৯৩৫৩৩০
৫	মোট	১৩১৬৫	৯২৪	৫৯৭	৩৩৮০৮৪২৬০	৩৬	৭	-	৩৬৮৮	১৩১৬১	৯১৭	৫৯৮	৩৩৮১৪৩১৬০

	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির নিমিত্ত বিভাগীয় প্রধানগ ণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে গত ২২.০৮.২০১৭ খ্রি: হতে ২০.০৯.২০১৭ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ২৯টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) বলেন যে, অডিট সংক্রান্ত ১২টি ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। পিএ কমিটির ৪১, ৪৫ ও ৫৪ তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে পাওয়া যায়নি। আগামী ২৬.১০.২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হবে। তার পূর্বেই তিনি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান যে, ১৩১৬১ টি সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Crash Program এ কার্যক্রম চলমান। দপ্তর ওয়ারী তালিকা/তথ্য জিএমগণকে জানানো হবে। সভাপতি বলেন যে, উপরের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মোট আপত্তির প্রায় ৯০% সাধারণ আপত্তি, যা Crash	১। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো তৎপর হতে হবে। ২। সাধারণ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি Crash Program প্রণয়ন করতে হবে। ৩। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম)-কে পদক্ষেপ নিতে হবে। ৪। PA কমিটিতে উপস্থাপিত আপিত্তসমূহ দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

		Program-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য। অডিট বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে Crash Program-এর আয়োজন করতে হবে। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম)-কে পদক্ষেপ নিতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) নিজস্ব পদ্ধতিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবেন।	আইসিটি) নিজস্ব পদ্ধতিতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে আপত্তির নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
৪.৯	ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/ উদ্ভাবনী বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে সিএসটিই, টেলিকম দপ্তরে ২২.০১.২০১৭ তারিখ হতে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে । বর্তমানে সিএসটিই, টেলিকম দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভায় অবহিত করা হয় যে, বাংলাদেশ রেলওয়েতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নেটের যে পরিমান স্পীড প্রয়োজন তা বর্তমানে নেই। এর জন্য Broad Band Connection প্রয়োজন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	১। ই- ফাইলিং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েতে Broad Band Connection স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১০	রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রম।	অতিরিক্ত ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অধীন চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে তে আগস্ট/২০১৭ মাসে সর্বমোট ২৭৩১টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকারী, মাদক/ধুমপান, চোরাকারবারী, ভবঘুরে/টোকাই ও অন্যান্য অপরাধে মোট ৪১৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।	১। ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করতে হবে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব ও পশ্চিম)।

		অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় অবহিত করেন যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত একটি সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় কাস্টমস বিভাগের প্রতিনিধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলরত মৈত্রী ট্রেনে চোরাচালানের বিষয়টি অবহিত করেন। সভাপতি বলেন যে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে এবং বিষয়টি Recorded হলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেহেতু উচ্চ পর্যায়ের আইন শৃঙ্খলা কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা হয়েছে, সেহেতু উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর তা ডিজি বিআরকে প্রেরণ করা হবে এবং বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।	২। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলরত মৈত্রী ট্রেনে চোরাচালানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৪.১১	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুলাই/২০১৭ মাসের জের ২৮২ টি, আগস্ট/১৭ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৬টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৫টি। আগস্ট/২০১৭ মাসের জের ২৯৩টি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে মামলার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।	১। বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১২	উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত	সভায় উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত ০৩ সদস্যবিশিষ্ট ০৪ টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী সভা হতে এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করা হবে।	১। উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত গঠিত কমিটিসমূহ প্রতিমাসে অন্তত: একটি করে উন্নয়ন প্রকল্প সবিস্তারে পরিদর্শন করবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১৩	অনিষ্পন্ন বিষয়	সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা উপস্থাপন করা হয় । সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।	১। মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলোর পৃথক এবং বিস্তারিত তালিকা প্রেরণ করতে হবে। ২। অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.১৪	বিবিধ(ক)	সভায় অতিরিক্ত সচিব আইন জানান যে, মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়ের জন্য ডিজি,বিআর-এর দপ্তরে কোন কর্মকর্তা নেই। দেখা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ মামলায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট উকিল ও অতিরিক্ত সচিব(আইন)-কে সরবরাহ করা হয় না। ফলে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হয়। মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে তিনি ডিজি, বিআর এর দপ্তরে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) বলেন যে,আইন অধিশাখার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে পরিচালক (সংস্থাপন)-কে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের পরিচালক (সংস্থাপন)-এর দপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

	বিবিধ (খ)	সভায় রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) জানান যে, APA-র কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে ৫টি রেলওয়ে ষ্টেশনে বেষ্টনী নির্মাণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, KPI-গুলো সুরক্ষিত নয়। তাছাড়া রেলষ্টেশনগুলোতে পর্যাপ্ত গার্ড নেই। রেলওয়ের নিরাপত্তার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন। যেহেতু APA-তে ৫টি ষ্টেশনে বেষ্টনী নির্মাণের কথা বলা হয়েছে সেহেতু ষ্টেশনে বেষ্টনী নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। পূর্বাঞ্চলের ৫টি ষ্টেশনে এবং পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি ষ্টেশনে বেষ্টনী নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি আরো বলেন যে, বিনা টিকিটে যাত্রীরা যাতে রেল ভ্রমণ করতে না পারে সেজন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা পুলিশের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট করার ক্ষমতা অর্পনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণের বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।	১। APA-র কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলের ৫টি ষ্টেশনে এবং পশ্চিমাঞ্চলের ৩টি ষ্টেশনে বেষ্টনী নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। বিনা টিকিটে যাত্রীরা যাতে রেল ভ্রমণ করতে না পারে সেজন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা পুলিশের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ৩। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট করার ক্ষমতা অর্পনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব